ভুল

শ্রীসুবিমল দত্ত

প্রথম বর্ষ—বিজ্ঞান 'খ' বিভাগ।

বনমালীর চাকুরী এমন কিছু নয়।

সারা দিনরাতের মধ্যে যে কয়খানা ট্রেন যাতায়াত করে সেই সময়টুকু ও ঐ ছোট্ট ফটকটার পাশে দাঁড়াইয়া—দিনের বেলায় লাল নিশানে জড়ানো সবুজ নিশান এবং রাত্রিতে একটা বহু পুরাতন ও জীর্ণ লণ্ঠন লইয়া—গাড়ীগুলিকে নির্ব্বিবাদে যাইতে দেয়।

কাল রেলের সাহেব আসিয়াছিল। সে অযথা বনমালীকে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কতকগুলি কি বলিয়া গিয়াছে। তাহার কোনটাই বনমালী বুঝে নাই। তবে আধা বাঙলায় ও আধা হিন্দীতে মিশাইয়া সাহেব যে বলিয়াছিল, কাজে সে ফাঁকি দিতেছে, সুতরাং শীঘ্রই তাহার চাকুরী যাইবে—একথাটা এখনও তাহার মাথা গরম করিয়া রাখিয়াছে।

সকালের ট্রেনখানাকে 'পাস' করাইয়া দিয়া সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে বনমালী নিজের ছোট্ট কুঁড়েতে ফিরিয়া আসিল। এবং কিছুক্ষণ পরে দড়িতে ঝুলানো কাঠের উপর হইতে তামাকের সরঞ্জাম বাহির করিয়া আয়াসের আয়োজন করিতে উদ্যত হইল। সহসা বাহির হইতে কে ডাকিল, "বনদা আছো নাকি গো?"

স্বরটা চেনা।

ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই বাগ্দীদের ঈশান কয়েকজন লোক লইয়া ঘরে ঢুকিল। লোকগুলি বনমালীর অপরিচিত। বনমালী সহসা স্থির করিতে পারিল না যে এতগুলি অপরিচিত লোকের এক সঙ্গে তাহার নিকট কি প্রয়োজন থাকিতে পারে।

কথা কহিল সেই লোকগুলির মধ্যে একজন। বার্দ্ধক্যের খাতায় অনেক পূর্ব্বেই তাহার নাম তালিকাভুক্ত হইয়া গিয়াছে। মুখখানাকে কিম্ভূত হাসিতে পূর্ণ করিয়া বনমালীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "তোমার নাম বনমালী না? তুমি রেলের কাজ কর। আজ কয়েক বছরই এ-কাজ কোরছ? তোমার কাছে একটা জরুরী কাজে এসেছি। আমার নাম রতন। আমরাও সকলে তোমার মত রেলেরই কাজ করি।"

এক নিঃশ্বাসে লোকটা তাহার কথাগুলি বলিয়া গেল,—যেন পূর্ব্ব হইতেই মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিল।

রতন ভাং করিয়া চারিদিকে একবার তাকাইয়া লইল। তারপর ঈশানকে চলিয়া যাইতে বলিয়া সকলকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। বনমালী এতক্ষণে বুঝিতে পারিল যে লোকটা তাহাকে কিছু বলিতে চায় এবং তাহা যেমন জরুরী তেমনই খুব গোপনীয়।

রতনও দরজা ভেজাইয়া বসিয়া পড়িল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "দেখ, আমরা এ'ক'জন তোমার মতই একটু দূরে দূরে কাজ করি। কাল সাহেব এসেছিল। কথা নেই বার্ত্তা নেই ফস্ কোরে বোলে বোসলো, 'তোমাদের চাকুরী গেল।' আমরা বল্লাম, 'কেন সাহেব?' তা বললে, 'তোমরা কাজ করনা, ফাঁকি দাও।' অথচ আমরা সারা দিনরাত খাটি। সাহেবের পা ধরে বল্লাম, 'দোহাই ধর্ম্মাবতার, এই চাকুরীটুকু করেই কোন রকমে সংসার চালাই। এটুকুও কেড়ে নিলে ছেলে-পিলে নিয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। তা সাহেব কি কোরলো জান? বুটের ঠোক্কোরে তার জবাব দিয়ে অযথা কতগুলি গালাগালি দিতে দিতে চলে গেল। আমরা ভাই গরীব। আর সবই সইতে পারি কিন্তু অপমানটা আমাদের প্রাণে বড় বেঁধে। এই দেখ, বুটের ঠোক্কোরে কপালটা এখনও ফুলে আছে।" বলিয়া রতন কপালটা, বনমালীর দিকে আগাইয়া দিল। তারপর একটু স্থির হইয়া আবার বলিতে সুরু করিল, "আমিও তাই সাহেবের মুখের ওপর বোলে দিয়েছি 'দেখ সাহেব গরীব বোলেই লাথি মেরে চলে গেলে। কিন্তু যদি না খেয়েই শুকোতে হয় তবে শুধু শুধু সে কষ্ট সইবো না। তোমাদের সর্ব্বনাশ কোরে তবে ছাড়বো'। সাহেব আমার কথা কানেই নিলে না। এদেরও সকলেরই ওই দশাই হোয়েছে।"

রতনের কথায় বনমালী হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। তাহাকেওতো সাহেব ওইরকম কথাই বলিয়া গিয়াছে। ওইরকম কেন, হয়তো বলিয়াই গিয়াছে যে, তোমার চাকুরী গেল। সে বুঝিতে পারে নাই।

বনমালীর মাথা ঘুরিয়া গেল। তাহার চাকুরী গিয়াছে? এখন সে করিবে কি? কি হইবে তাহার উপায়?

মুহূর্ত্তে সে স্থির করিয়া ফেলিল যে তাহারও চাকুরী গিয়াছে, সেও নিঃসম্বল।

রতন আবার আরম্ভ করিল, "তাই আমরা ভেবেছি যে ওদের কোনরকমে একটা ক্ষতি কোরে ভয় দেখাতে পারলে আবার আমরা চাকুরী ফিরে পাবো। তা যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দাও—"

বনমালীর মাথার ঠিক ছিল না; না ভাবিয়াই বলিয়া ফেলিল, "তোমরা যা কোরবে, তাতেই আমি যোগ দেব। আমাকেও সাহেব কাল বরখাস্ত কোরেছে।"

সাহস পাইয়া রতন বলিল, "খুব রাত্রে চুপি চুপি আমরা রেলের লাইনখানিকটা কেটে রাখবো। তারপর যেই গাড়ী যাবে ওমনি পড়বে। ব্যস্, তাহোলেই ওদের ভয়

হোয়ে যাবে যে উপযুক্ত লোক না থাকায় শত্রুরা এ কাজ কোরেছে। তখন ভয়ে ভয়ে আবার আমাদের চাকরী ফিরিয়ে দেবে।"

রতনের কথা শুনিয়া বনমালী শিহরিয়া উঠিল। লাইন কাটিবে? সেই কাটা লাইনে যেই গাড়ী আসিবে অমনি একগাড়ী লোক লইয়া হুড়মুড় করিয়া পড়িবে!

কিন্তু তাহার চাকুরী গিয়াছে। তাই সে বলিল, "হ্যাঁ, তাই করো।"

পরের দিন ছন্ন-ছাড়ার মত বনমালী চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সন্ধ্যার দিকে লাইন পার হইয়া সে অনেকদূর চলিয়া গেল। তারপর পরিশ্রান্ত হইয়া একটা গাছের নীচে শুইয়া পড়িল।

হঠাৎ লাইন-কাটার কথাটা তাহার মনে পড়িল। কাল লোকগুলি বলিয়া গিয়াছে লাইন কাটিবে। কিন্তু কবে কাটিবে এবং কখন কাটিবে তাহা কিছু বলে নাই। হয়তো আজ রাত্রেই কাটিবে।

বনমালীর মাথা ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু না, কিছুতেই না। এর প্রতিশোধ চাই-ই। সাহেব অযথা তাহার চাকুরী ছাড়াইয়া দিয়াছে। কতদিন সে পরিশ্রম করিয়াছে অক্লান্তভাবে; ফাঁকি সে কখনও দেয় নাই। কিন্তু তবুও কেন, তাহার অযথা এ শাস্তি ভোগ? ইহার প্রতিশোধ উপযুক্ত ভাবেই লওয়া চাই।

সহসা বনমালীর চিন্তাস্রোত ঘুরিয়া গেল।

বনমালীও লাইন কাটিতে মত দিয়াছে এবং তাহার এবার মতেই হয়তো কাজটা এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। সে মত না দিলে হয়তো লাইন কাটা হইত না। লোকগুলি বোধ হয় তাহার অসম্মতিতে লাইন কাটিতে সাহসী হইত না।

লাইন তবে বনমালীর একার মতের জন্যই কাটা হইতেছে। আর এজন্য যে ট্রেন লাইনচ্যুত হইবে সেও তাহারই জন্য, তাহারই সম্মতিতে। সেই ট্রেনে যে লোকগুলি থাকিবে—তাহারা মরিবে নিশ্চয়ই, আর তার জন্য দায়ীও বনমালী। কতলোকের প্রাণ যাইবে কেবলমাত্র তাহার মত তুচ্ছ দরিদ্রের একটা প্রাণের জন্য। কতলোক কত আশায় বুক বাঁধিয়া ট্রেনে আসিতেছে, তাহারা স্বপ্নেও জানেনা, তাহাদের মরণের পথ সম্মুখে অবারিত। তাহাদের সেই অমূল্য জীবনগুলি নষ্ট করিবে সে তাহার নিজের মাত্র একটি তুচ্ছ প্রাণের জন্য?

না, কিছুতেই বনমালী এত বড় অন্যায় ঘটিতে দিবে না। তাহার একার প্রাণ যায় যা'ক রেল-কোম্পানীর ক্ষতি করিতেও তাহার আপত্তি নাই। কিন্তু এতগুলি লোকের প্রাণ অযথা নষ্ট হইতে সে কিছুতেই দিবে না। সে অধিকার তাহার নাই।

অমাবস্যা রাত্রির গাঢ় অন্ধকারকে অগ্রাহ্য করিয়া বনমালী ছুটিয়া চলিল নিজের কুঁড়ের দিকে। অন্ধকারে কতবার পথ হারাইল, কতবার পড়িয়া গেল, কাঁটায় পা ছড়িল ইটে কতবার ঠুকিয়া গেল, তবু সে প্রাণপণে ছুটিয়া চলিল তাহার কুঁড়ের দিকে। ঘরে ঢুকিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দিয়াশলাই বাহির করিল। তারপর ভাঙ্গা হারিকেনটা জ্বালাইয়া দ্রুতপদে লাইনের দিকে চলিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে, এখনই কত নরনারীকে আশ্রয় করিয়া দেরাদুন এক্সপ্রেস্ ছুটিয়া আসিবে।

লাইনের কাছাকাছি আসিতেই বনমালী অদূরে রেলের শব্দ পাইল। আরও দ্রুতপদে সে আগাইয়া চলিল। লাইনের উপর উঠিতেই ট্রেনের সিগন্যাল পড়িল এখনই ট্রেন আসিয়া পড়িবে।

সর্ব্বনাশ! আর সময় নাই, বুঝি ট্রেন থামাইতে বনমালী আর পারিল না। কিন্তু তাহাকে যে বাঁচাইতেই হইবে! কি উপায়? ট্রেন দ্রুতবেগে আসিতেছে, থামানো সম্ভব নয়।

বনমালী প্রাণপণে ছুটিয়া চলিল।

চট্ করিয়া তাহার মনে পড়িল, লালবাতি দেখাইলেই ট্রেন থামে। কিন্তু বাতিটাকে লাল করা যায় কি করিয়া! লাল নিশানটাওতো ফেলিয়া আসিয়াছে। কি করা যায়? আরতো কোন উপায় নাই! ঐ জোরে শব্দ শুনা যাইতেছে, ট্রেন আসিয়া পড়িল। ফিরিয়া গিয়া লাল নিশানটা লইয়া আসা অসম্ভব। কি করা যায়? কি করা যায়?

বনমালীর মাথায় খুন চাপিয়া গিয়াছিল।

চট্ করিয়া সে উপায় স্থির করিয়া ফেলিল। ভাঙ্গা লণ্ঠনের একখণ্ড কাঁচ টানিয়া বাহির করিয়া হাতের একটা স্থান লম্বালম্বিভাবে চিরিয়া ফেলিল। ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল। কাপড়ের খানিকটা তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া লইয়া সেই রক্তে তাহা লাল করিয়া ফেলিল।

ট্রেন আসিয়া পড়িল। ইঞ্জিনের আলো স্পষ্ট দেখা যায়। ধোঁয়াগুলি কুণ্ডলী পাকাইতে পাকাইতে পিছনে ছিটকাইয়া যাইতেছে। আর সময় নাই, ট্রেন আসিয়া পড়িয়াছে।

তাড়াতাড়ি বনমালী রক্ত-রাঙা কাপড় টুকরাটুকু লণ্ঠনের গায়ে জড়াইয়া লইল। তারপর মুখের সামনে তুলিয়া দেখিল বেশ লাল হইয়াছে। তাহার মুখের উপর দিয়া এক ঝলক গর্ব্বের হাসি খেলিয়া গেল। তারপর বাতিটা উঁচু করিয়া ধরিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল, "গাড়ী থামাও—গাড়ী থামাও, লাইন কাটা আছে—গাড়ী পড়ে যাবে—থামাও—থামাও।"

ট্রেন বাঁকের মাথায় কাৎ হইয়া পড়িল। চাকার চাপে আর গতির ঘর্ষণে লাইন দুইটা বিকটভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বনমালী চিৎকার করিয়া বলিল, "গাড়ী থামাও—লাইন কাটা আছে—পড়ে যাবে....."

আর কয়েক সেকেণ্ড!. ইঞ্জিন বোধ হয় রক্ত আলো দেখিয়াছে, অনেকটা যেন থামিয়া আসিতেছে। কিন্তু বনমালী তবুও সরিতেছে না কেন? ইঞ্জিন প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে, বুঝি বনমালীকে সরিয়া যাইবার জন্য। আর যে সময় নাই।

কিন্তু তবু সে সরিতেছে না! গাড়ী যে তাহার উপর আসিয়া পড়িল? জীবনের মায়া কি তাহার নাই? গেল গেল .....

ইঞ্জিনটার বুক কাটিয়া একটা বিকট আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া আসিল,—ইঞ্জিনের প্রাণপণে শেষবার চীৎকার করিয়া উঠিল, "সরে' যাও .."

বনমালীও শেষবার তাহার বুকভরা সাহসে ভর করিয়া বলিল, "থামাও !"

* * * *

ইঞ্জিনার তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল। ইঞ্জিনের নীচ হইতে বনমালীকে টানিয়া বাহির করিয়া দেখিল, ভাঙ্গা লণ্ঠনটা শক্ত করিয়া ধরিয়া লোকটা তখনও হাসিতেছে.....

মনে হ'চ্ছে, গল্পটির ভিতর Garshin-এর 'The Signal'-কে দেখা যাচ্ছে। তাই যদি হয়, ঋণ স্বীকার করাই সঙ্গত ছিল।

—শ, চ

সাহিত্য-সমিতির কার্য্য বিবরণ

সহঃ সম্পাদক—কালীপদ মুখার্জ্জি

সাহিত্য-সমিতির বিবরণ লেখবার আগে প্রথমে বলে রাখা ভাল যে, আমরা অত্যন্ত দেরীতে অফিস্ দখল করি, সেইজন্য আমাদের সময় ছিল অল্প, আর এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা যা করতে সক্ষম হয়েছি তা' প্রসংশা পাবার যোগ্য কিনা আপনারা বিচার করবেন।

যখন আমরা অফিসের দখল পাই, তখন তাহা যথেষ্ট বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল, শৃঙ্খলা আনতে কিছুদিন সময় কেটে গেল। পুরাতন নিল বিদায়—নূতন পূর্ণ করল তাঁর স্থান। এমন কি পদ্ধতি পর্য্যন্ত নূতনের রূপ নিল।